গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
হাসপাতাল-৩শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২৭০৫ (স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান) কোডে বরাদ্দকৃত নিয়মিত অনুদানের অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কলাকৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ	মোঃ হাবিবুর রহমান খান অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সময় স্থানঃ	অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের অফিস কক্ষ (কক্ষ নং-৩১৫, ভবন নং-৩)
সভার তারিখঃ	০৯/০২/২০১৭ খ্রিঃ
সভার সময়ঃ	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
উপস্থিতি তালিকাঃ	পরিশিষ্ট 'ক'।

১.০. আলোচনাঃ

১.১. সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২৭০৫ কোডে বরাদ্দকৃত নিয়মিত অনুদানের অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে করণীয় নির্ধারণে সভাটি আহবান করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে এ বিষয়ে মতামত প্রদানের অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (হাসপাতাল) অনুদানের অর্থ ব্যয়ের বিদ্যমান পদ্ধতি সভায় উপস্থাপন করেন।

১.২. তিনি বলেন, এ মন্ত্রণালয়ের ২২/০৩/২০০৬ তারিখের ১৫৯ নং স্মারকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩-২৭০৫-০০০০-৫৯০১ কোডে নিয়মিত অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণ ও ব্যয়ের নীতিমালা জারী করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা যাবতীয় ক্রয়ে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অর্থাৎ PPA ২০০৬ ও PPR ২০০৮ অনুসরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া ২০(বিশ) লক্ষ টাকার অধিক অনুদান প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরী কমিটিতে সরকারের একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করার বিধান রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনুদানপ্রাপ্ত কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান নীতিমালার বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করছে না । তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিদের এ বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করেন।

১.৩. অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বলেন যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ের ২৭০৫ কোডে বিএসএমএমইউ তে মোট ১৫০ (এক শত পঞ্চাশ) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ ৪০ (চল্লিশ) টি খাতে ব্যয় বিভাজনপূর্বক ফাইন্যান্স কমিটি ও সিন্ডিকেট কমিটিতে অনুমোদনের পর তা মন্ত্রণালয়ে কিস্তি অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। উক্ত কমিটিগুলোতে প্লানিং কমিশন ও মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ রয়েছেন। এমএসআর সামগ্রী ও অন্যান্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে বিসিএস প্রশাসন একাডেমি ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কোন প্রতিনিধি নেই। এমএসআর ও অন্যান্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন ধরণের Framework contract করা হয় না। সরকারী অনুদানের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক প্রতিষ্ঠান হতে কিস্তি ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বাজেটের হিসাব প্রেরণ করা হয় না। বিএসএমএমইউ এর রেজিষ্ট্রারের দপ্তর থেকে ক্রয় কমিটি করা হয়। অর্থ ও হিসাব বিভাগ থেকে কোন ক্রয় কমিটি করা হয় না। সাধারণতঃ বিএসএমএমইউ এর বিভিন্ন বিভাগ মূল বাজেটের অর্থ স্বাধীন ভাবে খরচ করে থাকে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট বইয়ে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বাজেটের সমস্ত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও রেজিষ্ট্রারের দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী অর্থ ও হিসাব বিভাগ যাবতীয় অর্থ ব্যয়ের হিসাব সমন্বয় করে থাকে। মন্ত্রণালয়ের অনুদান হতে প্রাপ্ত ৭০% অর্থ বেতন ভাতা খাতে এবং ৩০% অর্থ সরবরাহ ও সেবা খাতে ব্যয় করা হয়ে থাকে।

১.৪. চীফ কো-অর্ডিনেটর, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি বলেন যে, ১৮৬০ সাল থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠানটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পূর্ণ (High Powered) কমিটি গঠন করা আছে। উক্ত কমিটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত নিয়ম নীতির আলোকে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। পরিচালনা কমিটিতে মন্ত্রণালয়ের সদস্য রয়েছেন। কিন্তু এমএসআর ও অন্যান্য ক্রয় কমিটিতে মন্ত্রণালয়ের সদস্য নেই। সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে মিল রেখে ক্রয়ের বিষয়ে প্রকিউরমেন্ট ম্যানুয়াল তৈরির জন্য একটি এডহক কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশপূর্বক যথাযথ নিয়মে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

১.৫. উপপরিচালক (অর্থ), ঢাকা শিশু হাসপাতাল বলেন, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অনুদান কোডে মন্ত্রণালয় হতে ২৪,৫০,০০,০০০ (চব্বিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। হাসপাতালের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন প্রদানের পর অবশিষ্ট টাকা সরবরাহ ও সেবা খাতে ব্যয় করা হয়ে থাকে। সরবরাহ ও সেবা খাতে টাকা ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ কমিটি আছে। এ কমিটিতে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি রয়েছেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী প্রাপ্ত অর্থ বিভাজনপূর্বক পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী এমএসআর ও অন্যান্য ক্রয় সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।' তবে অন্যান্য খাত হতে প্রাপ্ত অর্থ এবং অনুদানের অর্থে ক্রয় একত্রে করায় আলাদাভাবে নির্দেশনা অনুসরণের পদ্ধতি প্রদর্শনের সুযোগ হয়না। তথাপি তারা এ বিষয়ে ভবিষ্যতে সর্তকতা অবলম্বন করবেন মর্মে সভাকে আশ্বস্ত করেন। হাসপাতালটি শিশুদের সাধারণত ফ্রি সেবা প্রদান করে থাকে। তিনি অনুদানের অর্থ বাড়ানোর জন্য সভায় জোড়ালো মতামত ব্যক্ত করেন।

১.৬. নির্বাহী পরিচালক, শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট, মাতুয়াইল বলেন, অনুদানের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারি বিধিবিধান অনুসরণ করা হয়। এমএসআর সহ যাবতীয় ক্রয়ে সরকারি আর্থিক বিধিবিধান যথাযথ ভাবে অনুসরণপূর্বক অর্থ ব্যয়ের হিসাব খাত অনুযায়ী বিভাজন করতঃ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রদান সাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করা হয়। এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন ধরণের নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো হয় না।

১.৭. ম্যানেজার (প্রকিউরমেন্ট), আইসিডিডিআরবি বলেন যে, ২৭০৫ (স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান) কোডে এ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে ১১.০০ (এগারো) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থ সাধারণত হাসপাতালের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা এবং সরবরাহ ও সেবা খাতে ব্যয় করা হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটিতে এমএসআর ও অন্যান্য যাবতীয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত নিয়মনীতির আলোকে অর্থ ব্যয় করা হয়। ক্রয় প্রক্রিয়া Framework contract এর ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়। তবে সরকারি অনুদানের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে নীতিমালা অনুসরণ করা অনেক সময় সম্ভব হয়না। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন করা হবে মর্মে তিনি সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন।

১.৮. কোষাধ্যক্ষ, বিসিপিএস বলেন যে, প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের ফেলোশিপ ডিগ্রী প্রদান করে থাকেন। এতে অর্থ ব্যয়ের জন্য অর্থ কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটি অর্থ ব্যয়ের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য কাউন্সিলে প্রেরণ করে থাকেন। কাউন্সিলের অনুমোদন প্রদানের পর অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে। ক্রয় কমিটিতে মন্ত্রণালয়ের কোন প্রতিনিধি অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। ক্রয় প্রক্রিয়ায় সরকারি আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণের বিষয়টি নিশ্চিতকরনে এ কমিটিতে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অর্ন্তভুক্ত করার বিষয়ে কাউন্সিলে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হবে মর্মে তিনি সভাকে আশ্বস্ত করেন।

১.৯. পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বলেন যে, ২৭০৫ (স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান) কোডে এ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বর্তমান অর্থবছরে মাত্র ১.০০ (এক) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা খুবই অপ্রতুল। প্রতিষ্ঠানটি সকল ধরণের ক্রয় অর্থ কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকেন, যা পরবর্তীতে সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত টাকা সাধারণত বেতন ভাতা ও বিদ্যুৎ বিল খাতে ব্যয় করা হয়ে থাকে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

২.০ বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

২.১. মন্ত্রণালয়ের ২২.০৩.২০০৬ তারিখে ১৫৯ নং স্মারকে জারিকৃত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩-২৭০৫-০০০০-৫৯০১ কোডে নিয়মিত অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণ ও ব্যয়ে প্রণীত নীতিমালা অনুসরন করতে হবে। কোনক্রমেই এর ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না;

২.২. অনুদানের টাকায় এমএসআর ও অন্যান্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

২.৩. প্রতিষ্ঠানের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে; এবং

২.৪. ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের লিখিত প্রত্যয়ন গ্রহণ সাপেক্ষে বরাদ্দকৃত অবশিষ্ট অর্থের কিস্তি ছাড় করার সুপারিশ করা হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ১৯/০২/২০১৭ খ্রিঃ
(মোঃ হাবিবুর রহমান খান)
অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নং-৪৫.১৫৬.১১৬.০০.০০.০০৫.২০১১-৬৩

তারিখঃ-১৯-০২-২০১৭ খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে) ঃ

০১। ভাইসচ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।
০২। যুগ্মসচিব (হাসপাতাল-৪) অধিশাখা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩। উপসচিব (বাজেট) অধিশাখা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৪। মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি,৬৮৪-৬৮৬ রেডক্রিসেন্ট সড়ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
০৫। মহাসচিব, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, শাহবাগ, ঢাকা।
০৬। পরিচালক, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
০৭। নির্বাহী পরিচালক, শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট, মাতৃয়াইল, ঢাকা।
০৮। নির্বাহী পরিচালক, আই.সি.ডি.ডি.আর.বি, মহাখালী, ঢাকা।
০৯। অনারারি সচিব, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ান এন্ড সার্জন, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতিঃ

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৪। সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল (ওয়েব সাইডে প্রকাশের অনুরোধসহ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৫। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৬। যুগ্মসচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(এস.এম.জাহাঙ্গীর হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন- ৯৫৪৯১৯২
E-mail: sashosp3
@mohfw.gov.bd